ইত্তেফাক

তারিখ ... ১১।১২।৮৩ ...
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

শিক্ষা বিভাগীয় কর্তৃপক্ষ সমীপে

বর্তমানে শিক্ষা-মন্ত্রণালয় হইতে প্রেরিত মাধ্যমিক বিদ্যালয় জরিপ দলের সদস্যগণ শিক্ষকগণের বেতনের যে অঙ্ক তাঁহাদের তথ্য বিবরণীতে লিখিবার জন্য আদিষ্ট হইয়াছেন, তাহাতে বিদ্যালয় হইতে প্রাপ্ত যাবতীয় আর্থিক সুবিধাদি একত্রে বেতন হিসাবে দেখাইবার জন্য বলা হয়, যাহা প্রকৃত বেতন হইতে অনেক বেশী। ইহার পরিণতিতে অনেক শিক্ষক/শিক্ষিকা সরকারী অনুদান হইতে বঞ্চিত হইতে বাধ্য। কারণ সরকারী নীতি অনুসারে (একজন ট্রেইণ্ড গ্রাজুয়েট বিদ্যালয় হইতে প্রাপ্ত বেতন ও সরকারী অনুদানসহ যদি ১৩১৫ টাকা অতিক্রম করেন, তবে সেই শিক্ষক/শিক্ষিকা সরকারী অনুদান পাইবেন না। দৃষ্টান্তস্বরূপ, ৬২৫—১৩১৫ টাকা স্কেলে বর্তমানে আমাদের একজনের বেতন হইতেছে যথাক্রমে ৮৯২/৫০ টাকা, বাড়ী ভাড়া ১৩৪ টাকা, প্রভিডেণ্ট ফাণ্ড সুবিধা ১১২ টাকা, অন্যজন বেতন পান ৭৮২/৫০ টাকা, বাড়ী ভাড়া ১১৭/০০ টাকা এবং প্রভিডেণ্ট ফাণ্ড সুবিধা ৯৮ টাকা। কিন্তু জরিপের তথ্য বিবরণীতে বেতনের ঘরে আমাদের নামে দেখান হইয়াছে যথাক্রমে ১১৩৮ টাকা ও ৯৯৭ টাকা—যাহা কোন অবস্থায় আমাদের বেতন নহে।

ইহা ছাড়াও সরকারের বর্তমান নীতি অনুসারে স্কুলের দেয় বেতন ও সরকারী অনুদানসহ যদি কোন (ট্রেইণ্ড গ্রাজুয়েট) শিক্ষকের বেতন ১৩১৫ টাকা অতিক্রম করে, তাহা হইলে সেই শিক্ষক/শিক্ষিকা সরকারী অনুদান পাইবেন না। উদাহরণস্বরূপ যদি কোন শিক্ষক ৬২৫—১৩১৫ টাকা স্কেলে ৭টি ইনক্রিমেণ্ট পান, অর্থাৎ তাঁহার বেতন যদি ৯৩০ টাকায় ধার্য হয়, তাহা হইলে তিনি আর সরকারী অনুদান পাইবে না। কারণ তাহার বেতন সরকারী অনুদানসহ (৯৩০+৪০৬)=১৩৩৬ টাকা—যাহা বেতনের স্কেল অতিক্রম করিয়াছে। অথচ যে শিক্ষকের বেতন ৮৯৫ টাকা ধার্য হইয়াছে তিনি অনুদান পাইবেন (যেহেতু তাঁহার বেতন ৮৯৫+৪০৬=১৩১১ টাকা স্কেল অতিক্রম করে নাই)। ফলে সিনিয়র শিক্ষক/শিক্ষিকাগণের অবস্থা বড়ই করুণ। কারণ সরকারী অনুদান বন্ধ হইলে সিনিয়র শিক্ষক/শিক্ষিকাগণ বেতন পাইবেন ৯৩০ টাকা আর অপরজন পাইবেন ১৩১১ টাকা।

এ ব্যাপারে শিক্ষা বিভাগের কর্মকর্তা মহোদয়গণের আশু দৃষ্টি কামনা ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের প্রার্থনা জানাইতেছি।

—মোঃ সুজাত আলী ভুঁইয়া ও আবদুল কুদ্দুস শিক্ষক, আহমেদ বাওয়ানী একাডেমী, ঢাকা।